উত্তর আধুনিকতার উত্তরাধিকার

আধুনিকতা মারা গেছে। কিন্তু উত্তরাধুনিকতাও কি? এ নিয়ে বিতর্ক আছে। কিন্তু উত্তরাধুনিকতা তার অনেক উত্তরাধিকার রেখে আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। ড অরূপরতন ঘোষ এখানে তার ছড়ানো ছেটানো চিহ্নগুলিকে চিনতে ও তারগতিপথকে বোঝার চেষ্টা করেছেন।

আধুনিকতা মারা গেছে তা আজ কুড়ি বছরেরও বেশি হয়ে গেল। ১৯৭২ সালে ১৫ই জুলাই মিসৌরির সেন্ট লুইতে বিকেল ৩টে বেজে ৩২ মিনিটে মারা যায় আধুনিকতা। ‘মস্তিষ্ক ও হৃৎ পিণ্ডের জটিলতায় মানুষের মৃত্যুর মতো নয় বিকট আওয়াজ করে আধুনিক স্থাপত্য শেষ হয়ে যায়’। পোস্টমডার্ন স্থাপত্য তত্ত্বের অন্যতম পুরোধা চার্লস জেংকস বলেন, ‘আমরা আনন্দের সঙ্গে আধুনিক স্থাপত্যের মৃত্যু ঘোষণা করছি সময়ের বুকে একটি নির্দিষ্ট মূহুর্তে’। ঘটনাটা ঘটেছিল পুরস্কার পাওয়া প্রইট ইগো আবাসন প্রকল্প উড়িয়ে দেওয়াকে কেন্দ্র করে। কংগ্রেস অফ ইন্টারন্যাশনাল মর্ডান আরকিটেক্সরে নীতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল এটি। স্টাইলের চেয়েও অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক গুলোকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল এখানে। এই সময় থেকেই স্থাপত্যে পোস্টমডার্নিজমের সচেতন বিকাশ শু হয়। আধুনিক স্থাপত্যে যুক্তি, উপযোগিতা, স্বাতন্ত্র্যহীনতা -- এই সব গুত্ব পেত। আর উত্তর আধুনিক স্থাপত্যে এ সবের চেয়েও গুত্বপূর্ণ হলে শৈলী, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, অলঙ্করণ, অসম্ভবকে সম্ভবের মতো করে উপস্থাপিত করা এবং স্থাপত্য কর্মটিকে ‘চিহ্ন’ বা ‘সাইন’ হিসেবে দেখান। সেমিয়টিকস থেকে সাইন, সিগনিফায়ার ও সিগনিফায়েডের শৃঙ্খল সাহিত্য, শিল্প ও চলচ্চিত্র তত্ত্বে আসার খেলা ও মজা তার আগে থেকেই শু হয়ে গেছে। উত্তর আধুনিক স্থাপত্যও তার সৌন্দর্যময় কাঠামোর মধ্যে দিয়ে নীরবে বার্তা - সংকেত জানাতে লাগল পৃথিবীকে। নতুনদিল্লির অধিকাংশ বাড়ি, কলকাতার আকাশবাণী ভবন বা নন্দন কি এরকমই কিছু নয়?
উত্তর আধুনিকতা কী? এক কথায় তা বলা সম্ভব নয়। বাজারে আসা নতুন ফ্যাশানের জুতো থেকে দর্শনশাস্ত্র -- পোস্টমর্জর্নিজম বলতে গেলে উত্তর আধুনিকতা এক ধরণের ওয়ার্ল্ড মুড বা এক রকমের ধ্বিদৃষ্টি। এর অবশ্যই কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এইসব বৈশিষ্ট্যগুলিকে কম বেশি দেখা যায়। বিষয়ের প্রকৃতি অনুসারে সে সবের তীব্রতা ছড়িয়ে পড়ে বা বিস্তৃত হয়। শিল্প বা প্রোডাক্ট ছাড়া, আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও উত্তর আধুনিকতার উপাদানের ছড়াছাড়ি। উত্তর আধুনিক উপাদান নিয়ে কিছু সংলাপ কিছু প্রলাপ আমরা দেখেছি। এদিক ওদিক কিছু সাহিত্যের টুকরোও দেখা গেছে।
বহু - বাস্তবতা একটি উত্তর আধুনিক বৈশিষ্ট্য। একই সময়ে টিভির চ্যানেল জ্যাপিং করতে করতে আমরা অনেক রকম বাস্তবের সামনে পড়ি। কখনও খেলার মাঠ, কখনও উদ্দাম গানের দৃশ্য, কখনও আলোচনা চত্র, কখনও ঘন জঙ্গলে বন্য জন্তুর মুখোমুখি, কখনও আবার কৃত্রিম সাজান ড্রইং মে কোন সিরিয়ালের আবেগ ঝরঝর নাটকের মুখোমুখি। সময় এই -- কিন্তু কোনটা অ্যাকচুয়াল, কোনটা রিয়েল? জায়গাটাই বা এখন কোথায়? এদেশ বিদেশ কয়েক মুহুর্তে ঘুরে আসা যাচ্ছে চ্যানেল জাপিং করতে করতে। এক দিকে যেমন টিভি - ফ্লো হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে তেমনই গৃহস্থলির প্রবাহ বা হাউসহোল্ড ফ্লো -ও হচ্ছে। টিভিতে সিরিয়ালের নাটক আর একই সঙ্গে ঘরেও জীবন - নাটকের অংশ হচ্ছে -- তা সে যে রকমই হোক। টেলিভিশন ফ্লো ও হাউসহোল্ড ফ্লো মিশে গিয়ে একসঙ্গে অভিজ্ঞতায় আসে বহুবাস্তবতা। সঙ্গে সঙ্গে সময়ের পরম্পরা তছনছ হয়ে যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে না এখন ‘এখন’ না ‘তখন’। এর সঙ্গে চলছে টেলিভিশনের ইমেজের সমুদ্রে স্নান -- যা ইলেকট্রনিক ইমেজ, বিভ্রমের সঙ্গে আপাত - ধ্বিাস্যতা বা মেক - বিলিফ জগতের সৃষ্টি করছে। পোস্টমর্জানিজমের ভাষায় সাইমুলেত্রা। কম্পিউটারের ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য হলেও টিভির ইমেজে আমাদের বন্দীদশার সাপেক্ষেও এটিকে ব্যবহার করা যায়। টিভি, ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে - বোর্ড, কমপিউটার, ভিডিও, সর্ট সার্কিট টেলিভিশণ, হোর্ডিং ইত্যাদির ভেতর দিয়ে ব্যাপক ভিসুয়াল কালচার গড়ে উঠছে পাশাপাশি -- যা দাণ ভাবে উত্তর আধুনিক। এই সব কিছুই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের উত্তর আধুনিক অভিজ্ঞতা। শুধু টিভি দেখার প্রসঙ্গে বলা যায় জীবনের পরতে পরতে -- এই আমাদের দেশেও।
আমাদের জীবনের সবকিছুতেই এখন একটা নকল নকল ভাব -- তা বস্তুগত, বা ভাবগত কিংবা ব্যবহারে সর্বত্রই যেন। এমন অনেক সময় হয় যে কোনটা আসল কোনটা নকল চেনা যায় না। চেনার দরকার আছে বলেই মনে হয় না অনেকসময়। কী দরকার নকলেই যদি কাজ চলে যায় অথবা আসলের চেয়েও নকল যদি বেশি আসল হয়? ‘মোর রিয়েল দ্যান রিয়েল’ --- পোস্টমডার্নিজমের এ-ওআর এক বৈশিষ্ট্য। হাতের কাছে উদাহরণ - ফোটোকপির কথা বলা যায়। অনেক সময় নতুন সাদা কাগজে করা জেরক্স কপি আসলের চেয়েও বেশি উজ্জ্বল দেখায় এবং কাজেও চলে যায় ভালভাবেই। এই নকল থেকে আসে মেকি ব্যাপারটা -- তা লোকের সঙ্গে ব্যবহারেই হোক বা অন্য কোন উদ্দেশ্যেই হোক। একটা ফলস্‌হুড, চোখে - মুখে মিথ্যে কথা বলা, মিথ্যেকে সত্যি বলে চালান। এ সব কি আগে ছিল না? নিশ্চর্যই ছিল। কোনও কিছুই শুধুমাত্র পশ্চিমি হাওয়ায় হয় নি। বীজ স্বদেশের মানবজীবনেও নিহিত ছিল। কিন্তু এত ভয়ানক ভাবে সর্বত্রব্যাপী চিল না। প্রিটেনশান এবং ফেকারি যেন এখনকার জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও চর্চা। কি এদেশে কি বিদেশে- গ্লোবাল - যা থেকে আসছে ‘ধ্বায়ন’। এই ধ্বায়ন উত্তর আধুনিকভাবে মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে আমাদের। এখন উত্তর আধুনিকতা পশ্চিম পৃথিবী থেকে অনেকখানি চলে গেলেও এর রেশ প্রচন্ড ভাবে রয়ে গেছে আমাদের দেশে। ‘আদর্শের দিন চলে গেছে, এখন শুধু দুর্নীতি’ পোস্টমডার্নিজমের এই ভয়াবহ বাণীর সমর্থনে অনেককেই হাত তুলতে দেখা যায় এখন চারপাশে। এর সঙ্গে সমাজে ভরে উঠছে অতিরিত্ত যৌনাচার। উত্তর আধুনিক সমাজ ও সিনেমা নিয়ে বই লিখতে গিয়ে নরমান ডেনজিন তাই বলেন, ‘এই রকম ভয়াবহ যখন বাস্তব তখন স্বপ্নই একমাত্র উত্তর আধুনিক সমাধান’। উত্তর আধুনিক শিল্পগুলিতে তাই ফ্যান্টাসি ও স্বপ্নের প্রয়োগ থাকে উচ্চ প্রযুক্তির উপাদান এবং অন্যান্য উত্তর আধুনিক উপাদানের পাশাপাশি। নাগরিকতার সঙ্গে মাটির গন্ধমাখান, ভবিষ্যৎ মুখি প্রযুক্তির সঙ্গে আদিম পৃথিবীর আবাহন, প্রি - মডার্নের সঙ্গে পোস্টমডার্নকে মেলান, ইতিহাসকে উল্টোপাল্টা করে দেওয়া বা একদম খতম করে ‘এন্ড অফ হিস্টরি’ বলে মিশেল ফুকো -কে সামনে দাঁড় করানো, জাক দেরিদাকে নিয়ে সবকিছুকে

‘টেক্সট’ বানিয়ে তাদের বিনির্মাণ করা, স্বদেশে বিদেশে ঘোরা - ফেরা করা মানুষের মধ্যে পোষ্ট কলোনিয়াল টানাপোড়েন খুঁজে পাওয়া, নারীবাদীদের আহ্বান জানিয়ে লিঙ্গ নিয়েআলোচনাকে আরো জটিল করে তোলা এবং এরকম আরো অনেক বৈশিষ্ট্য নিয়ে এখন নিজের ঘরে বা হোমটাউনে বসেই আমরা উত্তর আধুনিকতাকে ভোগ করছি, এতে হাঁফিয়ে উঠছি আবার কেমন যেন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ছি। কেমন যেন সংকর বা হাইব্রিড বলে মনে হচ্ছে না? উত্তর আধুনিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হল হাইব্রিডিটি – মিশ্রণ, ভয়ঙ্কর - রঙিন, একই সঙ্গে সুখকর ও দমবন্ধকরা মিশ্রিত জীবনের অজস্র ঝলক – যা অসম্ভাব্যতাকে উপস্থাপিত করে, জীবনের ও শিল্পে সর্বত্র। একটা হাইপাররিয়েল বা অধিকতর বাস্তবেরবাতাবরণ তৈরি করে পরিবেশে। মনে হয় স্বর্গে আছি। আমেরিকানদের কাছে যেমন ডিজনিল্যান্ডহাইপার - রিয়েল, আবার বিশ্বের অনেক মানুষের কাছেই গোটা আমেরিকাই হাইপার - রিয়েল। তেমনই এই প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বের দ্বারা শোষিত, দারিদ্র ও ক্ষুধায় ভরা দেশে কোনও বা একাধিক উত্তর আধুনিক উপাদান পেয়ে আমাদেও মনে হয় ‘যেন স্বর্গে আছি’। এর হাতের কাছে মধ্যবিত্ত উপাদান হলো – রঙিন টিভি। একটু বড় আর একটু বড়। কেবল কানেকশান। ভিডিও, তারপর ভিউ সিডি প্লেয়ার কিংবা একটা পি. সি.। তবে রঙিন টিভিই আমাদের মধ্যবিত্তদের কাছে পোস্টমর্ডান বিস্ফোরণ ঘটাতে ফার্স্ট হয়েছে। চিপ অ্যান্ড বেস্ট। মার্ক্সবাদী সমালোচক জেমসন তাই বলেছেন পোস্টমর্ডানিজম লেট ক্যাপিটালিজমের সাংস্কৃতিক যুক্তি। ফরাসি তাত্ত্বিক লিওতারদ, বোদরিয়ারদ প্রমুখের হাতধরে গত শতাব্দীর আশি ও নববইয়ের দশকের পোস্টমজার্নিজম এখন আমাদের দেশে অবশেষের রেশ ছড়িয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে।

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ানোর ঝোঁক, মধ্যবিত্তের অহেতুক বিলাসের দিকে ঝুঁকে পড়া, হলিডেইং করা, বোতলে খনিজ জলপানের অভ্যাস, স্বামী স্ত্রী দুজনে চাকরি করা ও এ সবকিছুর প্রয়োজনীয়তার দাশ অনুভব কিন্তু উত্তর আধুনিকতার হাওয়াতেই সংক্রমিতহয়ে চলেছে। আমরা তা বুঝতে পারছি না বুঝতে চাই -ও না। উপসাগরীয় যুদ্ধের কেবল টিভি সম্প্রচার দেখে বোদরিয়ারদ বলেছিলেন, ‘যুদ্ধটা আসলে কোথায় হচ্ছে? ইরাকে না পৃথিবীর ঘরে ঘরে কেবল টিভির পর্দায়? এটি একটি পোস্টমডার্ন যুদ্ধ।’ সত্যিই যুদ্ধটা কোথায় লেগেছিল বা এখন কোথায় যুদ্ধ হচ্ছে – আমরা কি ঠিক বুঝতে পারছি? চারপাশের ফ্যাশান শো, পণ্যবাদের প্রবাহ, ক্ষুধা, ভারতীয় মূল্যবোধ, জনপ্রিয় সংস্কৃতির ওপর পন্ডিতসমাজ ও অন্যদের বিশেষ গুত্ব দেওয়া, অনাবাসী ভারতীয় হওয়া – এসবের ঘূর্ণাবর্তে উত্তর আধুনিকতার উত্তরাধিকারকে চিনতে পারা খুব সহজ নয়।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com